MAHAKALI MAHILA WELFARE ASSOCIATION

DURGA PUJA – 2025



শারদ উৎসব – ২০২৫

মহাকালী মহিলা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন

POONAM NAGAR, ANDHERI (EAST), MUMBAI- 400093

Mahakali Mahila Welfare Association , Mumbai

DURGA PUJA - 2025

With Best Compliments From



GHADI DETERGENT POWDER

With Best Compliments From



With Best Compliments From



With Best Compliments From



Mahakali Mahila Welfare Association , Mumbai

MANAGING COMMITTEE 2025

President

Smt. Sumitra Bannerji

Secretary

Smt. Shipra Saha

Treasurer

Smt. Bulbul Biswas

Executive Members

Smt. Subhra Ray

Smt. Antara Goswami

Smt. Sanchita Malik

Smt. Sulekha Marick





নারীশক্তির জয় মহিলাদের দিয়ে পরিচালিত পুজোর ভাবনা মায়ের পুজো মায়েদের দিয়ে

এককালে মাতৃপ্রধান ছিল ভারতীয় সমাজ। নারীশক্তির সেই সাধনা আর আরাধনার সঙ্গে অন্তঃসলিলা যোগ রয়েছে দুর্গাপুজার, সে কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে মুম্বাইয়ের মহাকালী মহিলা সেবা সমিতি আয়োজিত দুর্গোৎসব অনন্যা নারী দুর্গাপুজো যা সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত। মায়ের পুজো মায়েদের দিয়ে এই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে দ্বিতীয় বর্ষের মাতৃ-আরাধনা মহাসমারোহে সম্পূর্ণ করল পূর্ব আন্ধেরি মুম্বাইয়ের Mahakali Mahila Welfare Association (MMWA)।

দেশের মধ্যে কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের শহরগুলির পরেই রাজধানী দিল্লি আর মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ে দুর্গাপুজো হয় জাঁকজমক করে, চলতি বছরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তার মধ্যে নিজগুণে অনন্য হল অনন্যা নারী দুর্গাপূজা ২০২৪-এ শুরু করে ২৫-এ সম্পন্ন করল তাদের দ্বিতীয় বর্ষের জয়যাত্রা। গত বছরের মত এবছরও শারদীয়া দুর্গা ও মহালক্ষ্মীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে সংগঠনের মহিলা সদস্যদের অগ্রণী ভূমিকায়। পুরুষপ্রধান সমাজে নারীর উপর শোষণ, অবমাননা, উৎপীড়ন ও অত্যাচারের প্রতীকী প্রতিবাদ এই পুজো। সমিতির দাবি এই ধরনের পুজোর আয়োজন মুম্বাই তথা সমগ্র পশ্চিম ভারতে এক বিরল দৃষ্টান্ত। সমিতির শীর্ষে ও অগ্রভাগে আছে মুম্বাইয়ের মহাকালী কেভস্ অঞ্চলের মহিলারা। পুজোর সমস্ত কাজ যেমন প্রসাদ ও ভোগ বিতরণ ব্যবস্থাপনা সংযোগ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান- সমস্ত কিছুর আয়োজন তাঁরাই করে চলেছেন।

অনন্যা মা দুর্গার ১০৮ নামের মধ্যে একটি- যা তমসা থেকে আলোর, মন্দের উপর ভালোর আর অসত্যকে ছাপিয়ে সত্যের বিজয়ের প্রতীক। সেকথা স্মরণে রেখেই মায়ের পুজো মায়েদের দিয়ে-র ভাবনা, নারীকে অগ্রণী ভূমিকায় আনার উদ্যোগ। উল্লেখনীয় ***MMWA***-র সদস্যাদের মধ্যে কর্মরতা মহিলাদের সঙ্গে রয়েছেন সঙ্গীতশিল্পী চিত্রশিল্পী এবং গৃহিণীরাও। সকলে মিলেই যুগ পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন। সেই সূত্রেই সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এই শারদ উৎসব।

এই সমিতি অপেক্ষাকৃত নতুন পরিচিতির গণ্ডী সীমিত মূলতঃ গৃহবধুদের দ্বারা পরিচালিত অনুষ্ঠানের মধ্যে অভিজ্ঞতার অভাব থাকাই স্বাভাবিক। তাই হয়ত আশানুরূপ জাঁকজমক ও ধূমধামের সঙ্গে দ্বিতীয় বর্ষের দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হল না এবারও। তবে সমিতির অগ্রণী ভূমিকায় থাকা মহিলা-বর্গ ও তাঁদের পুরুষ ও কিশোর-কিশোরী সহযোগীদের উৎসাহে বিন্দুমাত্র ঘাটতি ছিলনা পরিচালক-মণ্ডলী আর সহকর্মীদের মধ্যে আন্তরিকতার সম্পর্ক অন্য ছোটখাটো সমস্ত অভাব পুষিয়ে দিয়েছে। নতুন দুর্গোৎসবে কলকাতা ও মুম্বাইয়ের পেশাদার শিল্পীদের সঙ্গে অঞ্চলের নবীন ও পরিচিত প্রতিভাদের বিকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়েছে- আশা করি এই সুযোগকে পরিপূর্ণ কাজে লাগিয়ে অদূর ভবিষ্যতে তাদেরও পদার্পণ ও উত্তরণ ঘটবে বাইরের দুনিয়ার বৃহত্তর মঞ্চে।

এ বছর পূজার সময় জুড়ে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস ছিল। তবে পূজা-পরিসরে ত্রুটিহীন ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল সব ধরণের দুর্যোগের মোকাবিলার জন্যে। পূজার উপচার নির্ঘণ্ট ও সময়-সারণীর যথাযথ পালন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মঞ্চ ও আসনসজ্জা প্রসাদ-বিতরণ আর আপ্যায়নের আন্তরিকতা- কোন কিছুতে যে কোনও ত্রুটি হয়নি সেটা অভ্যাগতরাই ভাল বলবেন। তা সত্ত্বেও যদি সদস্যদের দ্বারা কোন অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় আশা করব তা মার্জনা করবেন আর আগামী দিনগুলোতে সঙ্গে থাকবেন এই আবেদন রইল আপনাদের সবার কাছে।

Victory of women's power. The idea of worship led by women is 'Mother's Puja, By Mothers'…

In India, a matriarchal society once thrived, and Durga Puja has an eternal connection with the worship and celebration of women's power. The Mahakali Mahila Welfare Association in Mumbai is reviving this tradition with 'Ananya Nari Durgapuja', a festival completely run by women. Inspired by the mantra 'Mayer Pooja, Mayeder Diye', or Mother's worship by mothers, this grand ceremony has been successfully completed for the second consecutive year since 2024.

Durga Puja is a gala event in cities like Kolkata, Delhi, and Mumbai, but 'Ananya Nari Durgapuja' stands out. This unique celebration is a symbolic protest against the exploitation and oppression of women in patriarchal society. The women of the Mahakali Caves area are at the forefront of the association, performing all functions related to the Puja and rituals, including distribution of Bhog/Prasada, coordination, management, and entertainment. The idea of 'Worship the Mother by the mothers' aims to bring women to the leading role. The festival is a rare example of women's empowerment in Western India, and its success is a significant milestone. As the women of MMWA to organize and participate in 'Ananya Nari Durgapuja', they are not only celebrating Durga Puja but also reclaiming their rightful place in society. This celebration is a powerful statement and a tribute to the eternal connection between Durga Puja and women's power.

The concept of 'Ananya,' one of the 108 names of Goddess Durga, embodies the triumph of sunshine over darkness, good over evil and truth over untruth. The Mahakali Mahila Welfare Association, comprising working women, artists, musicians, painters, and housewives, united to bring about change into the autumn festival 'Sharadotsava'.

Although our association is relatively new and primarily run by housewives, the team's spirit, sincerity, and courage were evident in the organization of the second year's Durga Puja celebration. Despite limited resources, the women organizers, along with their male counterparts and young associates, worked tirelessly to make the event a success. The festival featured a mix of local and professional artists from Kolkata and Mumbai, providing opportunities for budding talents to develop and potentially perform on larger stages in the future.

This year's festival was forecast to be affected by heavy rainfall, but the association's meticulous arrangements and venue selection ensured a smooth execution. The puja rituals, cultural activities, decoration, and hospitality all reflected a genuine effort to create a welcoming atmosphere. While unintentional errors may have occurred, the association's dedication and sincerity are worthy of appreciation. As we look to the future, we appeal to everyone to support and join us in our endeavors, excusing any mistakes and standing with us in the days to come. The 'Worship the Mother by the mothers' initiative has sparked a new era of women's empowerment, and we are committed to continuing this journey

Pallab Chatterjee

Mahakali Mahila Welfare Association , Mumbai

From The President's Desk:

Celebrating Women's Empowerment through Durgotsav, Lakshmi and Saraswati Puja

It fills my heart with boundless joy to express the news of another successful celebration, the second time in succession, of the *Sharadiya Durgotsav* (Worshiping Ceremony of Goddess Durga) organized in the Blossom's Lawn, Mahakali Caves Road of Andheri East, Mumbai- by none other than our own Mahakali Mahila Welfare Association (MMWA). As described in the Hindu mythology, when all the gods together could not defeat or expel *Mahishasura* the demon king from heaven he captured, they called upon Goddess Durga, the originator of eternal power to control the demon. Devi with weapons held on her ten hands, riding on a lion showed her warfare skill and divine power to kill *Mahishasura*. On the great and unique theme of 'Mother's Puja, by Mothers' - it was a colorful event of rituals to arouse women's power, to achieve victory of good over evil forces, our all-ladies team of Mumbai Mahakali area has been leading and organizing the Puja ceremony for last two years since 2024 at this venue close to the archaeological site of Mahakali Caves.

On this occasion and all the forthcoming activities of this association, I greet and welcome all devotees and well-wishers, pray to stay along and enjoy all the events together. We have worshiped Lakshmi, the Goddess of wealth and prosperity and also going to celebrate *Vasant Panchami* to worship Saraswati, the Goddess of Knowledge. Thanks to all for joining hands with us.

Warm regards,

Sumitra Banerjee
President, Durgotsav Committee
Mahakali Mahila Welfare Association, Mumbai.

Mahakali Mahila Welfare Association , Mumbai

Secretary's Column:

Celebrating Women's Empowerment through Durgotsav, Lakshmi and Saraswati Puja

It is a proud moment for us at the Mahakali Mahila Welfare Association, Andheri East, Mumbai, to announce that our all-women team has once again led from the front to make the celebrations of Durgotsav and Lakshmi Puja a grand success for the second consecutive year since 2024. This initiative, themed 'Mother's Puja By Mothers,' is particularly significant in a world where women often face suppression, humiliation, and torture. Our goal was to elevate women's power through prayer and to seek the blessings of Aadi-shakti Mahamaya, the original divine force embodied by Goddess Durga, who represents strength and creativity in all forms.

We are grateful for the support of everyone involved in this meaningful endeavor, and we look forward to continuing our mission of empowerment and celebration of womanhood.

We are also delighted to celebrate Saraswati Puja this year on the occasion of Vasant Panchami, this morning, January 23, 2026, at Blossom's Lawn, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400093.

I warmly welcome all of you to join us in worshiping Saraswati, the Goddess of knowledge, skill, and wisdom. I kindly request your continued support and collaboration to enrich and strengthen our team in future programs, events, and activities.

Thank you for being a part of this special occasion.

Warm regards,

Shipra Saha
Secretary, Durgotsav Committee
Mahakali Mahila Welfare Association



দুর্গা দুর্গতিনাশিনী

আলপনা আচার্য

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপাদরবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।।
নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান স্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দানন্দস্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।।
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য।
ক্ষুধার্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্যজন্তোঃ।।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারকর্ত্রী।
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।।
শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যা ধরাণাং।
মুনি দনুজনরানাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।।
নৃপতি গৃহগতানাং দস্যুভিরাবৃতানাং।
ত্বমসি শরণমেকা দেবী দুর্গে প্রসীদ।। (দুর্গাস্তব)

দূরিতবারিণী যে জননী দুর্গমে অভয় প্রদান করেন, তিনিই দেবী দুর্গা। দুর্গা শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে। তিনি দুর্জ্ঞেয় অর্থাৎ যাঁর তত্ত্ব দুরধিগম্য- তিনিই দুর্গা। দুর্গাসি দুর্গভবসাগর নৌরসঙ্গা- বিশেষ অর্থে যিনি দুঃখ ও দুর্গতি নাশ করেন। সংসার রূপ সাগর পারাপারের একমাত্র তরণী তিনি। তাঁর নাম স্মরণমাত্র প্রাণীজগতের ভয় নাশ হয়।

শরণাগতের আর্তিহরা সেই সুকল্যাণীর স্নেহের আঁচলে পালিত হয় তাঁর সকল সন্তান। অন্তঃপুরের মোহগর্ত ও বহির্লোকের নানা বিঘ্ন থেকে মুক্তির আশায় তারা দেবীর আরাধনা করে। কুণ্ডলিনী শক্তিকে দুর্গামূর্তিতে জাগরিত করে হৃদয়পদ্মে এনে তাঁর পূজা হয়। নিবেদিত হয় মনোলোকের নানা উপাচার। সুবচনী মাতা তখন চতুর্বর্গে পূরণ করেন ভক্তের মনোবাঞ্ছা।

আশ্বিনের শিউলি বিছানো পথের দিকে তাকিয়ে আমরা প্রতীক্ষা করি দেবী দুর্গার আগমনের। শ্রীশ্রীদুর্গার নাম স্মরণমাত্র আমাদের চিত্তে ফুটে ওঠে ত্রিনয়না সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনীর এক উজ্জ্বল দেবীরূপ। তিনি চতুর্ভুজা, ষড়ভুজা, অষ্টভুজা বা দশভুজা- নানাক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপে পূজিতা হন। দশভুজা প্রতিমার আরাধনা সর্বাধিক প্রচলিত। এই পূজা প্রকৃতপক্ষে শক্তির পূজা।

অবিশ্রান্ত বর্ষার পর শরৎ আসে, আবার প্রচণ্ড শীতের পরে আসে বসন্ত। এই দুই ক্ষেত্রেই প্রকৃতির রোষের পর ভক্তগণ বিশেষভাবে স্মরণ করে থাকে করুণাময়ী জগৎ-জননীকে। অন্তর-বাহিরের সব দুর্যোগ-দুর্গতি যিনি দূর করেন- সেই দুর্গতিনাশিনী দুর্গার আরাধনা করে তারা এই দুই ঋতুতে শারদীয়া ও বাসন্তী দেবীরূপে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুসারে রাম এবং রাবণ উভয়েই ছিলেন দেবীর ভক্ত। দুর্গা পূজার
মহামন্ত্র অনুসারে রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ অর্থাৎ অকাল বোধন হয়েছিল রামের প্রতি দেবী দুর্গার অনুগ্রহ এবং রাবণ বধের নিমিত্ত।
শারদীয়া দুর্গাপূজাকে মহাপূজা নামে অভিহিত করা হয় কারণ মহাস্নান, পূজা, হোম ও বলিদান- এই চারটি কর্মের সমন্বয়ে মহাপূজা সিদ্ধ হয় এবং এই চারটি কর্মের অনুষ্ঠানই দুর্গাপূজার আবশ্যক অঙ্গ। লিঙ্গ পুরাণে আছে-
শারদীয়া মহাপূজা চতুর্কর্মময়ী শুভা।
তাং তিথিত্রয় মাসাদ্য কুর্যাদ্ভক্ত্যা বিধানতঃ।।

ভারতীয় ঐতিহ্যধারায় দেবী দুর্গার মাতৃমূর্তি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে দেবী মাহাত্ম্যে যা শ্রীশ্রীচণ্ডী নামে খ্যাত। সেখানে দেবী দুর্গা সর্বব্যাপী শক্তিরূপে কল্পিতা হয়েছেন, যেখানে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, তার পালন করেন এবং প্রলয়ের সময় পুনরায় তার স্বীয় সত্তাতে লীন করে নেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীদেবীকে যেমন সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না বলিয়া উল্লেখ করা আছে, পাশাপাশি তাঁর সদ্যোবিনাশয়সি কোপবতী কুলানি- পরাক্রমের কথাও স্বীকৃত। একদিকে তিনি প্রসন্না-বরদা, আবার অন্য দিকে কূপিতা-ভীষণা। চণ্ডীতে রয়েছে চিত্তকৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্ট্বা ত্বথ্যেব দেবী বরদে ভুবনত্রয়েঽপি অর্থাৎ বরদায়িনী, হৃদয়ে মুক্তিপ্রদায়িনী কৃপা এবং যুদ্ধে মৃত্যুপ্রদা কঠোরতা একমাত্র আপনাতেই পরিদৃষ্ট হয়। এ যেন সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকারের ন্যায় এক দ্বান্দ্বিক সমাপতন। যিনি আদ্যাশক্তি তিনিই দ্বৈতরূপে মধুরা-ভীষণা কঠোরা-কোমলা এবং তুষ্টা-রুষ্টা। তিনি দুর্গতিনাশিনী, তাঁর প্রসন্নতাতেই আমাদের ভক্তি-মুক্তি। যে ভক্ত সদা তাঁকে স্মরণ করেন তিনি কদাপি বিপদের সম্মুখীন হন না। মা তাঁকে রোগ শোক, ভয়, শত্রু, দৈত্য সকল বিঘ্ন থেকে রক্ষা করেন। মহাসাধক রামপ্রসাদ দুর্গা নামের মাহাত্ম্য তাঁর গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।
শ্রীদুর্গা নাম ভুলো না।
যদ্যপি কখনও বিপদ ঘটে
শ্রীদুর্গা নাম স্মরণ করিয়ো সঙ্কটে।

With Best Compliments and wishes to

Mahakali Mahila Welfare Association , Mumbai

From

Arup Maity

দুই শহরের মাঝখানে আমি

পুষ্পল দাস

কলকাতায় জীবনটা ছিল ধীরে হাঁটা।
সকাল মানে মায়ের ডাকা পাড়ার চা অকারণ আড্ডা।
সময় সেখানে ঘড়ি দেখে না— মানুষ দেখে।
কেউ জিজ্ঞেস করত কেমন আছিস?
উত্তর না পেলেও পাশে বসে থাকত।
মুম্বই এসে বুঝলাম—
এখানে কেউ বসে থাকে না সবাই চলে।
লোকাল ট্রেনের ভিড়ে শ্বাস নিতে শিখতে হয়
স্বপ্নগুলোকে ব্যাগে ভরে অফিস নিয়ে যেতে হয়।
এখানে কেউ জিজ্ঞেস করে না কেমন আছো—
কিন্তু পড়ে গেলে হাত বাড়িয়ে দেয়।
কলকাতা আমাকে অনুভব করতে শিখিয়েছে।
মুম্বই আমাকে শক্ত হতে শিখিয়েছে।
ওখানে ব্যর্থ হলে— থাক কাল হবে বলা যায়।
এখানে ব্যর্থ হলে— পরদিন আবার দাঁড়াতেই হয়।
দুর্গাপুজো এলেই মনটা হঠাৎ ফাঁকা লাগে।
কলকাতায় পুজো মানে বাড়ি ফেরা
চেনা মুখ চেনা গন্ধ চেনা গান।
মুম্বইয়ে পুজো মানে— ছুটি নেই দূরের মণ্ডপ
আর বুকভরা নস্টালজিয়া।
তবু মুম্বই আমাকে দিয়েছে পরিচয়।
নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জেদ
নিজের সিদ্ধান্তের ভার।
এখানে কেউ জায়গা দেয় না— জায়গা করে নিতে হয়।
আজ বুঝি—
কলকাতা ছিল আমার শিকড়। মুম্বই আমার ডানা।
আমি আর শুধু কোনো শহরের নই।
আমি একজন প্রবাসী বাঙালি—
যার মন পড়ে থাকে হুগলি নদীর ধারে
আর জীবন চলে আরব সাগরের পাশে।
কিছু মানুষ দুটো শহরে থাকে।
আমি দুটো শহরের মাঝখানে বাঁচি।

DURGA PUJA - 2025



















DURGA PUJA - 2025























DURGA PUJA - 2025



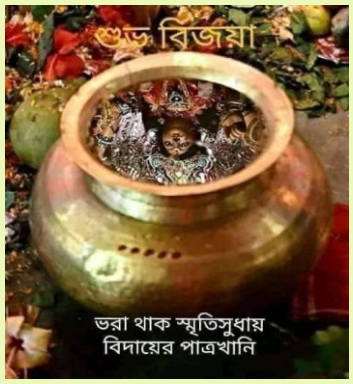


















LAKSHMI PUJA - 2025





Great Moments And Wonderful Pictures Captured By The Camera - 2025











জন্মশতবর্ষে সুকান্ত

পল্লব চট্টোপাধ্যায়



"সোজাসুজি যা হয় বুঝি হায় অদৃষ্ট চক্র!
আমার কথা বোঝে না কেউ পৃথিবীটাই বক্র।"

- সুকান্ত ভট্টাচার্য (জন্ম ১৫ই আগস্ট, ১৯২৬- মৃত্যু ১৩ই মে, ১৯৪৭)

এই দুনিয়ার রঙ্গশালায় কত মুসাফির আসে
দীর্ঘ জীবন হেসে-খেলে যায় চলে।
ব্যস্ত সবাই কে বুঝতে চায় পাথরে কান্না জমে।
কেন জমে? না কি জমে তা পাথর হয়?
ক্ষণিক বিলিয়ে তাপ দেশলাই কেন পোড়ে চিরকাল!

তবু তো তাদেরই দলে-
পথ ভুলে যেন এসেছিল এক পান্থ
কিশোর কবি সে নাম সুকান্ত।
স্বল্প-মেয়াদী করুণ জীবন রোগশয্যায় শুয়ে
মানস-চক্ষে দেখে সে রানার ছুটেছে অন্ধকারে
হৃদয়ে অঙ্গীকার যে ভোরের আগেই-
পৃথিবীর বোঝা পৌঁছে দেবে সে মেলে।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দুঃসাহসী-
দেখে রাশি রাশি খাবার-
জানেনা সেও ছিল তারি মাঝে!

তবু জাগে আশা হোক না ছলনাময়ী।
নব-অরুণের উজল আলোতে কুয়াশার বুক চিরে
জাগে ভূস্বর্গ। জালালাবাদের পথে
রক্তাক্ষরে লিখে যায় কেউ মুক্তিপথের হদিস।
তোমার দু-চোখে স্বপ্ন তখন- স্বাধীন হবেই এ দেশ
আমরা সবাই স্বরাজ-যজ্ঞে চলেছি সমিধ্ হতে!
আঠার বছর বয়েসে তখন ভাবনা দুঃসাহসী

একুশ যখন ডাক আসে তার অন্য জগৎ হতে
স্বাধীন হবার তিন মাস আগে নিভল জীবন-দীপ।
বাইশ বছর পূর্ণ হলেই দেখতে পেতে গো কবি
তোমার জন্মদিনে- তেরঙা উড়ছে আকাশ জুড়ে।

হয়ত হয়েছে ভালই। কেটেছে অনেক বর্ষ-মাস
এখনও পথের ধারে অভুক্ত শিশুরা কুকুর সাথে
ভুক্তাবশেষ খায় কাড়াকাড়ি করে।
ফারুক-বিশুরা ট্রাফিকের সিগন্যালে
পতাকা বিক্রি করে আজ দেখি গাড়িওলাদের কাছে
পনের আগষ্ট তাই পায় খেতে থালাভরা ডাল-ভাত
হয়না বাড়াতে হাত-
পোড়া রুটি পেতে গদ্যময় সে চন্দ্রকলার কাছে
স্বাধীনতা মানে তারা বোঝে এই শুধু।

দেখনি সেসব তুমি নিজ চোখে। কেটে গেছে বহুকাল।
নবজাতকের বাসের যোগ্য হয়নি এখনও এ দেশ
হবে কি কখনও কবি?

Mahakali Mahila Welfare Association,
Mumbai - 2026

With Best Compliments

The organization extends its heartfelt thanks and appreciation to all participants, sponsors, and guests whose contributions led to the remarkable success of the events.

Thank you...





মহাজীবনের রঙ্গব্যঙ্গ

রসিক রজনীকান্ত

না, তামিল আর হিন্দি ছায়াছবির রজনীকান্ত নয়, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। ইনি হলেন বাংলার হৃদয়ের কবি, রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক- কান্তকবি রজনীকান্ত সেন। 'স্নেহবিহ্বল করুণা ছলছল শিয়রে জাগে কার আঁখি রে' থেকে 'তুমি নির্মল কর মঙ্গলকরে' জাতীয় গান-কবিতা আমাদের এখনও প্রিয়। কিন্তু তিনি যে সমপরিমাণে খ্যাত তাঁর সূক্ষ্ম কৌতুকবোধের জন্যে, সেটা খুব বেশি প্রচারিত নয়। মধ্যযৌবনে, তাঁর প্রতিভা সূর্য যখন মধ্যগগনে তখনই তিনি দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে দেহত্যাগ করেন। সেই মৃত্যুশয্যাতেও তিনি কিন্তু বিধাতাকে দোষারোপ না করে নিজের অবস্থার জন্যে নিজের অহঙ্কারকেই দায়ী করে গান লেখেন, যদিও বস্তুতঃ তিনি একফোঁটা অহঙ্কারী ছিলেন না-"আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছে গর্ব করিতে দূরতাই যশ-অর্থ-মান ও স্বাস্থ্য সকলই করিছে দূর।"

তবু তাঁর গানের মতোই কৌতুককুসুমগুলি বাঙালির মানস-সলিলে এখনও ভাসমান।সে আমলে অনেকেই নানা কারণে, বিশেষত পুত্রার্থে একাধিকবার বিয়ে করতেন। আইনের বাধা ছিল না, সামাজিক বিধিনিষেধও ছিল না। শিক্ষিত ভদ্রলোকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে সমাজের চোখে তা অপরাধও ছিল না।এক বন্ধুর দ্বিতীয় পক্ষের বিয়েতে রজনীকান্ত বরযাত্রী গিয়েছিলেন। এই বিয়ে কিন্তু প্রথমা স্ত্রী বর্তমান অবস্থাতেই। বিয়ের পর বর-বউ নিয়ে ফেরার পথে নতুন বউয়ের জ্বর এল। তখন বাঙালি সারা বছর ধরে জ্বরে ভুগত, তাই কালাজ্বর-পীতজ্বর এসব না হলেও জ্বরজ্বালা সাধারণ ব্যাপার ছিল তখন।রজনীকান্তের বন্ধু নববধূর সঙ্গে সামনে নৌকায় ছিলেন। সেকালে বঙ্গজীবনের অঙ্গ ছিল থার্মোমিটার। নববধূর দেহতাপ থার্মোমিটারে মেপে উদ্বিগ্ন চিত্তে সামনের নৌকো থেকে বর পিছনের নৌকোয় বরযাত্রী রজনীকান্তকে বললেন, 'নতুন বউয়ের খুব জ্বর।'রজনীকান্ত জানতে চাইলেন, 'কত জ্বর ?'বন্ধুবর বললেন, 'থার্মোমিটারে দেখছি একশো তিন।'রজনীকান্ত বললেন, 'আগেও এক সতীন। এখনও একশো তিন।'

রজনীকান্ত ওকালতি করতেন রাজশাহি আদালতে। এই প্রসঙ্গে রাজশাহি আদালতের বার লাইব্রেরিতে কথিত রজনীকান্তের বিখ্যাত দুয়েকটি গল্প বলি।এক গ্রাম্য ব্যক্তি দুটো গোরু নিয়ে যাচ্ছে। একটি গোরু হৃষ্টপুষ্ট অন্যটি ক্ষীণ। সেই একই রাস্তা দিয়ে জনৈক উকিল যাচ্ছিলেন। তিনি চাষিকে বললেন, 'ওহে তোমার একটা গোরু এত মোটা আর অন্যটা দেখছি খুবই রোগা। তুমি ভাল করে ওটাকে খেতে দাও না কেন?' সেই শুনে চাষি বলল, 'না উকিলবাবু, তা নয়। আসলে আমার ওই যে মোটা ষাঁড়টা দেখছেন ওটা হল উকিল। আর, ওই রোগা ষাঁড়টা হল মক্কেল, বুঝলেন কিনা!'

উকিল-মক্কেল বিষয়ে রজনীকান্তের আর একটি অসামান্য কাহিনী; এই গল্পটি কথোপকথনের আকারে না লিখলে হবে না:—উকিলবাবু: বিয়ের সময় তোমার বয়েস কত ছিল?মক্কেল: আজ্ঞে, সতেরো বছর।উকিলবাবু: তখন তোমার স্ত্রীর বয়েস কত ছিল?মক্কেল: আজ্ঞে, তেরো বছর।উকিলবাবু: এখন তোমার বয়স কত?মক্কেল: আজ্ঞে, তিরিশ বছর।উকিলবাবু: এখন তোমার স্ত্রীর বয়েস কত?মক্কেল: আজ্ঞে, সে প্রায় ছেচল্লিশ, সাতচল্লিশ অন্তত হবে।উকিলবাবু: সে কী হে? তোমার বউয়ের বয়স হঠাৎ বেশি হয়ে গেল কেমন করে?মক্কেল: হুজুর, ওই কথাটাই যে কোনও ভদ্রলোককে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না। মেয়েমানুষের বাড়যে বড় বেশি।

কবি রজনীকান্তের একটি কাহিনী বলি। সেটিও চমৎকার।সে বছর রজনীকান্তের 'অমৃত' নামে কবিতার বই, নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।এর মধ্যে একদিন সেকালের কবি রসময় লাহা কান্তকবির সমীপে এলেন, সেকালের পক্ষে রসময়বাবু খুবই আধুনিক, তাঁর সদ্যপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'ছাইভস্ম', তিনি সেই কবিতার বইটি রজনীকান্তকে উপহার দিলেন।অতঃপর কান্তকবি তাঁর 'অমৃত' কাব্যগ্রন্থটি লাহাবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, 'ছাইভস্ম দিয়ে অমৃত নিয়ে যান।'





সনাতনী দেবী সরস্বতী

সঞ্জীব দে

সরস্বতী পূজা এলে আজও হারিয়ে যাই সেই ছোট বেলার স্মৃতিতে। মনে পড়ে স্কুল জীবনের কথা। সরস্বতী পূজা ছিল যেন রোজকার রুটিন ভাঙা প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ বাধা-বিপত্তিহীন সারাদিনের আনন্দ। সবচেয়ে খুশির বিষয় সেদিন পড়তে বসতে হতোনা। সকাল-সকাল স্নান সেরে অঞ্জলি দিয়ে প্রসাদ খাওয়া তারপর সারাদিন ঘুরে বেড়ানো।

সরস্বতী পূজার দিন দেবীর সামনেই প্রথম জীবনের শিক্ষার শুরু হয় যা আজও ছোটদের হাতেখড়ি নামে পরিচিত। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে দেবীর আরাধনা হয় যা শ্রীপঞ্চমী বা বসন্ত পঞ্চমী নামে পরিচিত। দেবী সরস্বতী বিভিন্ন নামে পরিচিত। সারদা সাবিত্রী ভারতী বাণী বাগদেবী বীণাপাণি বিভাবরী পদ্মাসনা বৈষ্ণবী সুনীতা অরুন্ধতী। দেবী সরস্বতী শুভ্রবর্ণা তাঁর এই শুভ্রবর্ণ শুদ্ধতা ও পবিত্রতার প্রতীক কারণ মন শুদ্ধ না হলে চিত্ত শুদ্ধ হয় না আর চিত্ত শুদ্ধ না হলে জ্ঞান লাভ করা যায় না। কোথাও কোথাও দেবী চতুর্ভূজা হলেও বাঙালীর আরাধ্যা দেবীর মূর্তি হয় দ্বিভূজা। দেবীর হাতে থাকে বীণা ও পুস্তক। বীণা সঙ্গীতবিদ্যার প্রতীক আর পুস্তক জ্ঞানচর্চার। দেবীর বাহন রাজহংস। কারন হংসের জলে স্থলে ও আকাশে সর্বত্র সমান বিচরণ। হংস জলে থাকলেও তার শরীরে জল লাগেনা। হংস জল ও দুধ মিশ্রিত থাকলেও জল ও দুধের পার্থক্য করে শুধু দুধটুকু গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ সমাজের ভাল-মন্দের মাঝে থেকেও শুধু ভালটুকু গ্রহণ করা। দেবীর পুজোয় লাগে হলুদ গাঁদাফুল সাদা ফুল দোয়াত খাগের কলম অভ্র-আবির হলুদ ও কুল সহ বিভিন্ন ফল।

ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রাচীনতম পূজিত দেব- দেবীদের মধ্যে দেবী সরস্বতী অন্যতমা। দেবী সরস্বতী হিন্দুদের আরাধ্যা দেবী হলেও পূজা পেয়েছেন বৌদ্ধ ও জৈনদের কাছ থেকেও। শুধু ভারতবর্ষ নয় দেবী সরস্বতী পূজিতা হয়েছেন সমগ্র এশিয়াতে। বাংলাদেশ নেপাল চিন জাপান থাইল্যান্ড মায়ানমার তিব্বত কম্বোডিয়া এবং ইন্দোনেশিয়াতেও দেবী পূজিতা হন।

ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আরাধ্যা দেব-দেবীর বহু মন্দির থাকলেও সরস্বতীর মন্দির তেমন নেই বললেই চলে। ধরাতলে দেবী সব চেয়ে সুদৃশ্য মন্দিরটি রয়েছে মুসলমান-বহুল দেশ ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে। সেই মন্দির দর্শনে আজও পর্যটকেরা ভিড় করে। মন্দিরটি পুরা তামান কেমুদা নামে পরিচিত। ইন্দোনেশিয়ায় একটি বিশেষ ছুটির দিন হলো ডে অফ সরস্বতী। এই দিনটিতে তাদের ধর্মীয় পুঁথি-পত্রের পূজা করা হয়। ইন্দোনেশিয়া মুসলিম প্রধান দেশ হলেও তারা আজও হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডি-সিতে নিজেদের দূতাবাসের সামনে রাজহংসের উপর দণ্ডায়মান ১৬ ফুটের শ্বেতপাথরের সরস্বতী মূর্তিটি স্থাপন করে ইন্দোনেশিয়া যা বিশ্বের সবচেয়ে উচ্চ সরস্বতী মূর্তি। কম্বোডিয়ায় হিন্দু রাজাদের

রাজত্বকাল যে যথেষ্ট দীর্ঘ ছিল তার নিদর্শন-স্বরূপ সে দেশের আঙ্কোরভাট-এর সরস্বতী মন্দিরের গায়ে বহু প্রাচীন হিন্দু দেবদেবীর মুর্তি খোদাই করা আছে। থাইল্যান্ডে সরস্বতী দেবীর বাহন ময়ূর। মায়ানমারে দেবী সরস্বতী থুরাথাডি নামে পরিচিত। তিব্বতে দেবীর নাম ইয়ান চেন মা। সে দেশে দেবী সরস্বতী সঙ্গীতের দেবী। জাপানে দেবীকে বেঞ্জাইতেন নামে ডাকা হয়।

ভারতবর্ষের রাজস্থানের পুষ্করে সুদৃশ্য সরস্বতী মন্দিরটি আজও পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। কর্ণাটকের চিকামাগালুরে সরস্বতী মন্দিরটির নাম শ্রীঙ্গেরি শরদম্বা। চতুর্দশ শতাব্দীতে তৈরি এই মন্দিরের মূর্তিটি চন্দন কাঠের মূর্তির গায়ে মূল্যবান পাথর খচিত সোনার গয়না। মধ্য প্রদেশের সাতনা জেলার চিত্রকুটের সরস্বতী মন্দিরটি পাহাড়ের উপর। ১০৬০টি সিঁড়ির ধাপ চড়ার পর দেবীর দর্শন পাওয়া যায়। বয়স্ক দর্শনার্থীদের জন্য রয়েছে রোপওয়ে পরিষেবা। মন্দিরটির নাম মাইহার সারদাদেবী মন্দির। কেরালার কোট্টায়ামে পানাচিক্কুদু নামে খ্যাত সরস্বতী মন্দিরটিতে পূজা-উদযাপন পালিত হয় নবরাত্রির সময়। এছাড়াও মহারাষ্ট্র তেলেঙ্গানা তামিলনাড়ু রাজ্যে দেবী সরস্বতীর মন্দির আছে। ভারতীয় উপমহাদেশের সব থেকে বিখ্যাত ও প্রাচীনতম মন্দিরটি আছে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের নীলম উপত্যকায়। ঋষি শাণ্ডিল্য প্রতিষ্ঠিত শারদাপীঠ মন্দিরটি আজ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও বেশ কয়েকটি ছোট সরস্বতী মন্দির আছে। হাওড়ার পঞ্চাননতলার উমেশচন্দ্র দাস লেনের মন্দিরে আছে শ্বেত পাথরের সরস্বতী মূর্তি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে সরস্বতীতলা নামক স্থানে আছে সরস্বতী মন্দির। কলকাতার নিউটাউনের মহিষাগেট অঞ্চলের স্থানীয় ঢালি পরিবার স্থাপন করেন দেবী সরস্বতীর মন্দির। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে আরও বেশ কয়েকটি দেবী সরস্বতীর মন্দির আছে। আবারও বসন্তপঞ্চমী দ্বারে। আমরা বরং আর একবার দেবীর পুষ্পাঞ্জলী মন্ত্র আউড়ে নেই

ওঁ জয় জয় দেবী চরাচর সারে
কুচযুগ শোভিত মুক্তাহারে।
বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে
ভগবতী ভারতী দেবী নমহস্তুতে।

: -

মুদ্রিত PRINT

S K ENTERPRISES

SAHAR ROAD, ANDHERI EAST, MUMBAI - 400069.

MOB. NO - +91 73850 09564 | EMAIL - Sudhirkurtadkar12@gmail.com

শক্তি ও ক্ষমা



[শ্রী রামধারী সিংহ দিনকর (১৯০৮-১৯৭৪) একদা ভারতের রাষ্ট্রকবি ছিলেন। এই কবিতাটি তাঁর কুরুক্ষেত্র কাব্যের অংশবিশেষ যেখানে শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্ম জ্যেষ্ঠপাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে তাঁর কাজের সমালোচনার ছলে কিছু শিক্ষা দিচ্ছেন। এখানে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সুযোধন নামে সম্বোধন করছেন।]

মূল রচনা- রামধারী সিংহ দিনকর
বঙ্গানুবাদ- পল্লব চট্টোপাধ্যায়

ক্ষমা-দয়া-তপ-ত্যাগ-মনোবল সকলই প্রয়াস করেছ,
তবু বীর সুযোধন বল দেখি কোথায় কখন হেরেছ?
শত্রুকে তুমি ক্ষমা করে যত করেছ হে শির অবনত
খল কৌরব মাঝে তত তুমি হয়েছ যে ভীরু প্রমাণিত।

অত্যাচারকে সহ্য করার এটাই চরম ফলাফল
হারিয়ে পুরুষকারের প্রতাপ বীর হয়ে যায় হীনবল।
ক্ষমা শোভা দেয় সেই ভুজঙ্গে যার কাছে রয়েছে গরল,
মানায় না তারে যে দন্তহীন নত বিষহীন ও সরল।

পথ দাও বলে তিনদিন রাম করে করজোড়ে ভিক্ষা
সিন্ধুদেবের সাড়া নেই তবু বৃথা যায় যে প্রতীক্ষা।
যবে উত্তরে একটি কথাও শোনা গেল না সমুদ্রের-
রামের বাণেতে জ্বলল অনল অধৈর্য পুরুষত্বের।

সিন্ধুর দেহ কাঁপে থরথর ত্রাহি ত্রাহি খোঁজে আশ্রয়
শরণ সে মাগে রামের চরণে মেনে নেয় নিজ পরাজয়।
তখন সভয়ে সিন্ধু পাতেন পিঠ আতঙ্কে হীনবল
দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে মস্তক হতে পদতল।

সত্য জেনো যে বাণের অগ্রে ভাতিছে দীপ্তি বিনয়ের
সন্ধিবচন তারে সাজে যার রয়েছে ক্ষমতা বিজয়ের।
সহনশীলতা ক্ষমা ও করুণা তখনই পূজ্য বিশ্বে
উজ্জ্বল যেথা শক্তি-গর্ব ক্ষমতা যখন শীর্ষে।

মহাজীবনের রঙ্গব্যঙ্গ

রসিকগুরুদেব

"না বাপু, আমি অতদিন বাঁচতে পারব না। তোমাদের ওই পঁচিশ টাকায় আমার লোভ নেই।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হেসে বললেন।কী বলেছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন, অনিল চন্দ প্রমুখ? "গুরুদেব আপনাকে বেঁচে থাকতেই হবে। আমরা আপনার শতবার্ষিকী পালন করতে চাই।"শতবার্ষিকীকে শতবার সিকি- মানে পঁচিশ টাকায় রূপান্তরিত করার রসিকতা, এ যেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। দীনু ঠাকুরের মত বিপুলায়তন গম্ভীর মানুষও সেদিন হেসে গড়াগড়ি খেয়েছিলেন।'বিসর্জন' নাটকের অভিনয়ের রিহার্সেল হচ্ছে শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ জয়সিংহ, ভাইপো বিপুলায়তন দীনু ঠাকুর রঘুনাথের ভূমিকায়। নাটকের একটি দৃশ্যে জয়সিংহ নিজের বুকে ছুরি বিঁধে প্রাণ দিয়েছেন, জানতে পেরে রঘুনাথ ছুটে এসে তাঁর মৃতদেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিলাপ করছেন। এই দৃশ্যের মহড়ার পর একদিন রবীন্দ্রনাথ হাঁসফাঁস করতে করতে উঠে বসে হেসে বললেন- "ওরে দিনু, তুই ভুলে যাস যে আমি আসলে বেঁচে থাকি!"
অপ্রতিভ দীনেন্দ্রনাথ। ঘরসুদ্ধ লোকের হাসি আর থামে না।

অন্য ঈশ্বর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে একজন রসিক লোক ছিলেন সে কথা অনেকেই হয়ত জানেন না। একবার বেশ কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত গেছেন একটি ভোজবাড়িতে, বিদ্যাসাগর ও বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারও আছেন। গৃহকর্তা তাঁদের অনুরোধ করলেন পরিবেশন নিয়ে একটি শ্লোক শোনাতে। মদনমোহন বললেন, ঈশ্বর থাকতে আমরা কেন, কি হে ঈশ্বর শুনিয়ে দাও না একটা।বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ একটি শ্লোক রচনা করে ফেললেন-
'হুঁ হুঁ দেয়ং, হাঁ হাঁ দেয়ং, দেয়ঞ্চ শিরশ্চালনে।হস্তপ্রসারণে দেয়ং, ন দেয়ং ব্যাঘ্রঝম্পনে।।'
অর্থাৎ, নিমন্ত্রিত হুঁ হুঁ হাঁ হাঁ করলেও দিতে থাকবে, মাথা নাড়িয়ে না না করলেও ঢেলে যাবে। পাতের উপর যদি কেউ হাত ছড়িয়ে 'না' বলে, তাও দিয়ে যাবে। শেষে যখন সে পাতের উপর বাঘের মত লাফিয়ে পড়বে তখনই পরিবেশককে থামতে হবে!



জোনাকি সংবাদ ত্রৈমাসিক



জোনাকিতে লিখুন,জোনাকি পড়ন , জোনাকির সাথে থাকুন , জোনাকির পাশে থাকুন।

জোনাকির পরবর্তী ' নববর্ষ সংখ্যায় লেখা পাঠান



লেখা জমা দেবার শেষ তারিখ — (28.2.2026)

লেখা পাঠাবেন -

Email-jonakisambad@gmail.com
Whatsapp - 9892682626 / 996718604



With Best Compliments and wishes

AXIS BANK

With Best Compliments and wishes to

Mahakali Mahila Welfare Association , Mumbai

From

Kundan Jewelers

With Best Compliments and wishes to

Mahakali Mahila Welfare Association , Mumbai

From

Gulati Sweets

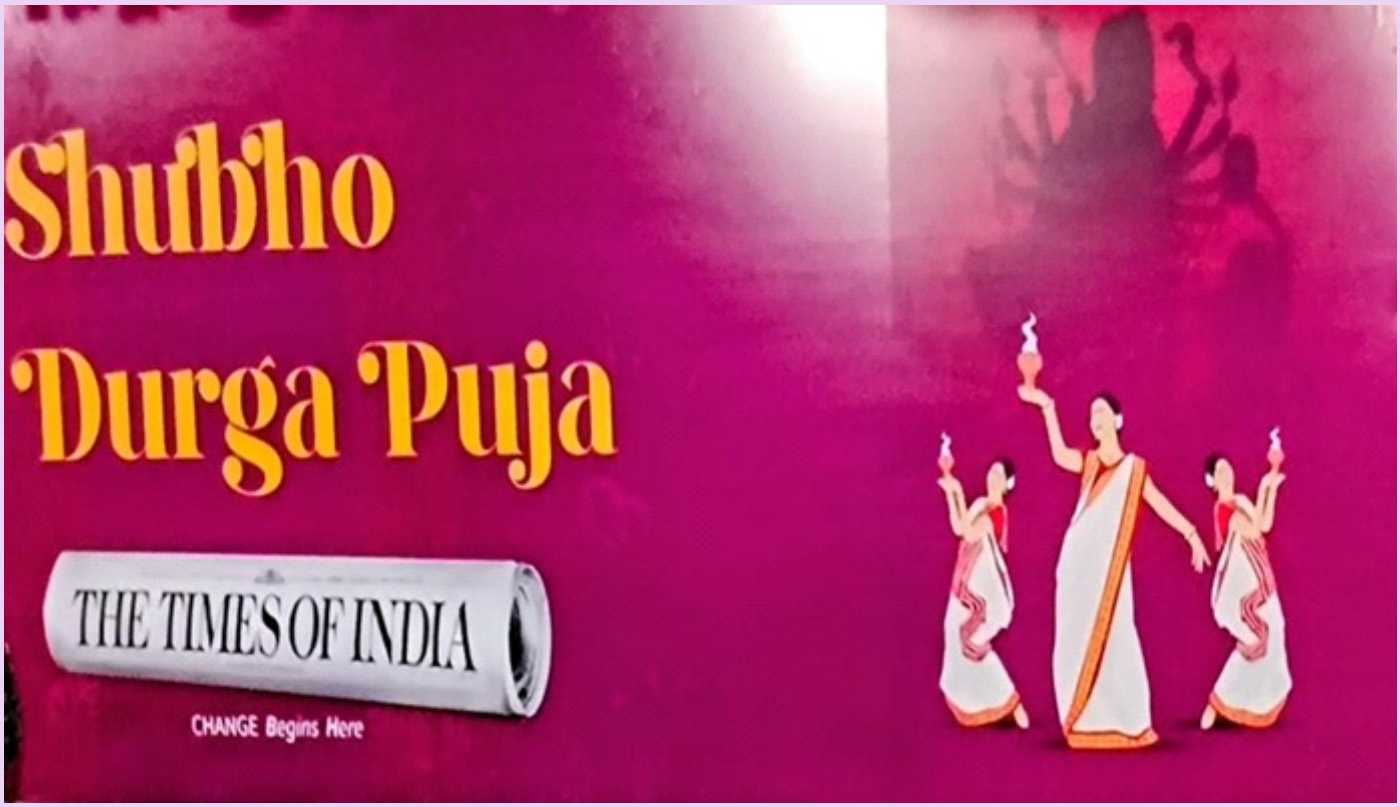
With Best Compliments and wishes to

Mahakali Mahila Welfare Association , Mumbai

From

Point Marine

With Best Compliments and wishes to



With Wishes From



Shri Dr. R. Shukla
SHREE GANESH
Courier Services
Domestic / International
Add: 102, Ambica Terrace, 1st Floor, 4th Clive Cross Lane
Dana Bunder, Masjid (E), Mumbai - 400 009.
Mob.: 9322770335 | Phone: 022 23480038 / 23481037

With Best Compliments From

sopra steria



Sopra Steria India

The world is how we shape it.

With Best Compliments From

